CC-11

টমাস হবস

১৭ শতক ইউরোপের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় শতাব্দী, এই কালপর্বে একদিকে ইংল্যান্ডে দুটি বিপ্লব সংঘটিত হয় একটি রক্তক্ষয়ী আরেকটি রক্তক্ষয়হীন। প্রথমটি ঘটে ১৭ শতকে 40 এর দশকে। এটি ছিল আধুনিক ইউরোপের প্রথম সশস্ত্র বিপ্লব যেখানে বিবাদমান পক্ষের একদিকে ছিলেন ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম চার্লস ও তার অনুগত সেনাবাহিনী আর অন্যদিকে সংসদ ও তার সশস্ত্র বাহিনী, এই ঐতিহাসিক বিপ্লব শেষ পর্যন্ত সংসদ জয়ী হয়। রাজার মুণ্ডচ্ছেদ ও করা হয় এরপর ইংল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত হয় অলিভার ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে রাজাহীন সাধারণতন্ত্র। দ্বিতীয় বিপ্লবটি ঘটে 1688 সালে রাজা দ্বিতীয় চার্লসের ভ্রাতা দ্বিতীয় জেমস সিংহাসনে আরোহণ করার পর দেখা যায় যে নতুন রাজা প্রতিপক্ষ সংসদের কর্তৃত্ব খর্ব করতে উদ্যত। এইভাবে কোনো সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়াই সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এক বিপ্লব ঘটে যায়। ইংল্যান্ডে ইতিহাসে যা গৌরবময় বিপ্লব নামে পরিচিত। কেপলার, গ্যালিলিও, নিউটন, গিলবার্ট, হার্ভে প্রমুখ বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনে আবিষ্কারে বিজ্ঞানের জগৎ আলোকিত হয়ে উঠে। আর এইসময় আবির্ভাব হয় ইংল্যান্ডের দার্শনিক টমাস হবসের (1588-1679 A.D)। গৌরবময় বিপ্লব যদিও হবসের দেখার সুযোগ হয়নি কারণ তাঁর আগেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে। তবে পিউরিটান বিপ্লব ঘটেছিল তার সময়েই এই বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া অবশ্যই তাঁর তত্ত্বে প্রতিফলিত হয়েছিল জোরালোভাবেই। হবসের অভিজাত সম্প্রদায় ও রাজপরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল কারণ তার হাতে ছিল রাজার পুত্রকন্যে 1640 সালে যখন রাজার সঙ্গে সংসদের বিরোধের সম্ভাবনা দেখা দেয় তখনই হবস ভীত হয়ে স্বদেশ ছেড়ে প্যারিসে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কিন্তু 1651 সালে তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'লেভিয়াথান' (Leviathan) প্রকাশিত হলে ব্যক্তি তার যুক্তিবাদ নাস্তিকতাবিরোধী ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র আক্রমণ তৎকালীন ফ্রান্সের সরকারকে তার বিরোধী করে তোলে।

এই পরিস্থিতিতে হবস নিরুপায় হয়ে গোপনে লন্ডনে পৌঁছান এবং ক্রমওয়েলের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে বাকি জীবন ইংল্যান্ডে কাটিয়ে দেন।)

(নবজাগরণোত্তর ইউরোপে হবসই প্রথম রাষ্ট্রচিন্তাবিদ যিনি সামাজিক চুক্তির ধারণা ব্যবহার করেছিলেন। হবস রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে। তিনি রাষ্ট্রকে বস্তু বলে গণ্য করেছিলেন অর্থাৎ তার কাছে রাষ্ট্র ছিল গতিশীল। তার কার্যকারণের সূত্র অনুযায়ী যেহেতু রাষ্ট্রগুলি গতিশীল সেকারণে তিনি রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করেছিলেন রাষ্ট্রের স্বরূপ বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে হবসের যে সামাজিক চুক্তি অবাস্তব ও অনৈতিহাসিক বলে তার সমালোচনা করে সেই হতাশকর কাল্পিত রাজ্য ও সামাজিক চুক্তি বাস্তববাদী হবস তাঁর তত্ত্বে ব্যবহার করেছেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, যা প্রমাণ করা যায় না এরকম অনুমান দিয়ে শুরু করে প্রমাণ করা যায় এমন যৌক্তিক তত্ত্বে পৌঁছানো যায় এবং এটি হল জ্ঞানলাভের অভ্রান্ত পদ্ধতি। এই পদ্ধতি হবস প্রয়োগ করেছিলেন তার রাষ্ট্র তত্ত্বে। তিনি মনে করেছিলেন প্রকৃতির রাজ্য (State of Nature) তথা সামাজিক চুক্তি সম্পর্কিত কল্পনা বা নিছক অনুমান তাকে পৌঁছে দেবে রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কিত যৌক্তিক ধারণা কাজেই হবসের বিরুদ্ধে অবাস্তবতা বা অনৈতিহাসিকতার অভিযোগ আনা নিতান্তই অর্থহীন।) (সামাজিক চুক্তি যে কল্পনামাত্র তা তিনি ভালো মতই জানতেন। হবস মূলত তার 'লেভিয়াথান' গ্রন্থে বলেছেন প্রকৃতি রাজ্যের মানুষ একে অপরের মতো একটি চুক্তির সম্পাদন করেছিলেন যা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অপরজনের বা অন্যসবার আর এই চুক্তির মাধ্যমে পরবর্তী কালে রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল।)

(রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতির মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় যে, এই ২টি প্রায় একই, হিসেবে বিশ্লেষণের মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে, একজন প্রথম শ্রেণীর লেখক ও চিন্তানায়কের মতো টমাস হবসের রচনায় আমরা কল্পনা বাস্তবতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ লক্ষ্য করব। 'State of Nature' বা প্রাকৃতিক রাজ্যের ধারণা একটি কাল্পনিক তাত্ত্বিক নির্মাণ যা

রাষ্ট্র রাজনীতি বিশ্লেষণে অপরিহার্য বলে হবস মনে করেছেন জ্যামিতিক সত্যসন্ধানী পদ্ধতির মতো প্রকৃতির অবস্থা ও প্রাকৃতিক রাজ্যের ধারণা অনুধাবন করতে হবে। হবসের বর্ণনায় প্রাকৃতিক রাজ্য মূল একটি যৌক্তিক নির্মাণ একটি পদ্ধতিগত অনুকল্প।

[কোনো কোনো ভাষ্যকার মনে করেন রাষ্ট্রচিন্তা এক ব্যাপক নৃতাত্ত্বিক প্রত্যয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে, হবস মনে করেন সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হলে প্রথমে মানুষের মৌলিক প্রকৃতির অনুসন্ধান করতে হবে। মানবপ্রকৃতির এক চিরন্তন রূপের কথা হবস বলেছেন। হবসের মতে মানুষ প্রকৃতিগতভাবে আত্মকেন্দ্রিক ও আগ্রাসী মনোভাব সম্পন্ন বলা যেতে পারে স্বার্থপরতার জন্য সে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে।]

প্রাকৃতিক মানুষ ঈশ্বর সন্ধানী নয়, মানুষ ক্ষমতাসন্ধানী। (Natural man, not a God Seeked; but a power Seeked) হবস যে প্রাকৃতিক রাজ্যের অনুকল্প তৈরী করেছেন (Conception of State of Nature) সেই প্রাকৃতিক অবস্থায় প্রতিটি মানুষই অপর মানুষের শত্রু। যুদ্ধসংঘাত বিরোধ এ অবস্থার বৈশিষ্ট্য।]

[নৈরাজ্য ও প্রয়োজন] প্রাকৃতিক অবস্থায় হবস যে নৈরাজ্যজনক চিত্র এঁকেছেন তার মূলে কাজ করেছে সপ্তদশ শতাব্দী ব্রিটেনে বিপ্লবজনিত বিশৃঙ্খলা ও ক্রমওয়েলের প্রজাতন্ত্রের প্রতি তাঁর অবিশ্বাস।]

[অন্যায়] তথ্যগতভাবে হবস প্রাকৃতিক রাজ্যের অন্তর্গত জীবনকে দরিদ্র নিঃসঙ্গ ঘৃণ্য পাশবিক সংকীর্ণ ইত্যাদি বিশেষণে অভিযুক্ত করলেও প্রাকৃতিক মানুষের প্রতি কোনো ঘৃণা প্রকাশ করেননি বরং প্রাকৃতিক অবস্থার অন্তর্গত মানুষের প্রতি যথাসম্ভব সহানুভূতি প্রদর্শন করেই তিনি সামাজিক চুক্তির ধারণার অবতারণা করেছেন।]

ক্ষমতা অর্জনের অন্তহীন প্রচেষ্টা প্রাকৃতিক জীবনে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে অসুস্থ প্রতিযোগিতা সম্পদ ও সম্মান অর্জনের। প্রাণপণ প্রচেষ্টা এবং সর্বোপরি ক্ষমতা বৃদ্ধির অদম্য আকাঙ্ক্ষা মানবসমাজের যুদ্ধবিগ্রহ ও বৈরীতার প্রকোপে সমৃদ্ধ হয়।

ফলে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে এরূপ অবস্থা থেকে। হবস যে প্রাকৃতিক অবস্থা ও প্রাকৃতিক মানুষের বিশ্লেষণে অতিরিক্ততার জন্ম দিয়েছেন তাঁর প্রতি অনেকেই মুখোশযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করেননি। তবে তিনি এই ক্ষমতা প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে মানুষের প্রাকৃতিক যে বৈশিষ্ট্য তা রাষ্ট্রের মধ্যে ফুটে ওঠে। কেননা মানুষই ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রের প্রকৃতির আঙিনায় পরিচালিত হয়, ফলে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় সেক্ষেত্রে মানুষের দ্বারা, ফলে এক্ষেত্রে বলা যায় যে, রাষ্ট্রের প্রকৃতির ক্ষেত্রে (State of Nature) মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি ফুটে উঠতে লক্ষ্য করা যায়।

* সার্বভৌম

** গণতন্ত্র।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা সত্ত্বেও বলা যায়, যে টমাস হবস 1651 সালে যে লেভিয়াথান গ্রন্থটি লিখেছিলেন তাঁর মূল উদ্দেশ্যই ছিল রাষ্ট্র মূল একটি দানব অর্থাৎ এক্ষেত্রে তিনি বিষয়টা এভাবে দেখেছেন যে মানুষ যেহেতু ভিন্ন প্রকৃতির আর পাশবিক শক্তির অধিকারী, স্বার্থপর, ক্ষমতালোভী প্রভৃতি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অনুগত এবং একইসঙ্গে মানুষ যেহেতু রাষ্ট্রকে পরিচালিত করছে ফলে রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠবে মানুষের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের মতোই, সুতরাং এক্ষেত্রে হবস যে Atomistic individuals এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা যথার্থই সার্থক।

---

* <u>সার্বভৌম</u>: [মানুষের প্রকৃতি সংক্রান্ত প্রাথমিক নীতি প্রত্যয়গুলো থেকে অবরোহনমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে হবস প্রাকৃতিক অধিকার ও প্রাকৃতিক বিধি সম্পর্কিত ধারণাগুলো হাজির করেন, অতঃপর তিনি জানান কীভাবে মানুষ তার প্রাকৃতিক অধিকার বর্জন করে প্রাকৃতিক বিধির ভিত্তিতে চুক্তিপত্র সম্পাদন করে যা অঙ্গীকার এর ফলেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি বা সার্বভৌম শক্তির প্রতিষ্ঠা।

হবস স্পষ্টই বুঝিয়ে দিলেন মানুষ তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য এবং তার জীবনকে মৃত্যু বিগ্রহের কবল থেকে মুক্ত রাখার জন্য, রাষ্ট্রব্যবস্থার সূচনা করেছে। হবস মনে করেন মানুষ তার প্রাকৃতিক অবস্থায় জীবন চলাকালীন এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে বাঁচতে হলে নিজেদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত

করতে হলে, এমন এক অভিন্ন শক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যা নিজেদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হলে, এমন এক অভিন্ন শক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যা একই সঙ্গে ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ ও রাখবে আবার তার নিরাপত্তাও দেবে। তাই এক অভিন্ন ইচ্ছার ভিত্তিতে এক অভিন্ন সাধারণ শক্তি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই রাষ্ট্র বা commonwealth এর জন্ম। যে চুক্তির ফলে ঐ কমনওয়েলথ তৈরী হল তাতে প্রত্যেক সদস্যই প্রত্যেকের সঙ্গে একই ভাষায় একইভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হবে। প্রত্যেকের একত্রই যে অভিন্ন ভাষা প্রকাশ পাবে তার একটা পরিচয় হবস তাঁর 'Leviathan' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। একে অপরকে বলবে: 'I authorize and give up right of governing myself to this man or to this assembly of men, of this condition, that thou give up thy right to him and authorize all his actions in the manner.'

ত্যাগ করল। হবস মনে করেছেন ব্যক্তি যেই অধিকারগুলো ত্যাগ করল সেগুলি সবই রাষ্ট্র গ্রহণ করল। অর্থাৎ রাষ্ট্রের মূল রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকলের সম্মিলিত সমাহার। এই 'Leviathan' এর উৎপত্তি: বিপুল আয়তন ও ক্ষমতাবিশিষ্ট সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভব। প্রাকৃতিক রাজ্যের ব্যক্তি মানুষেরা অনন্যোপায় হয়ে উদ্যোগ নিয়েছিল এই Leviathan গড়ে তুলতে। মনে রাখতে হবে চুক্তির ফলেই সার্বভৌমের আবির্ভাব, চুক্তির আগে সার্বভৌমের কোন অস্তিত্ব নেই।

চরম ক্ষমতাসম্পন্ন সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসাবেই সার্বভৌমের উপস্থিতি। শাসিত প্রজা বা নাগরিকের তরফে সার্বভৌমের প্রতি কোনো প্রকার অবজ্ঞা প্রদর্শনই অন্যায়, সার্বভৌম দাবি করবে শর্তহীন আনুগত্য।

মানুষ যখন চুক্তি সম্পাদন করেছে তখন সার্বভৌমের কোনো উপস্থিতি সেখানে নেই। অর্থাৎ সার্বভৌম নিজে কোনো চুক্তির অধীভূত নয়, অর্থাৎ সার্বভৌম তিনি নিজে চুক্তি সম্পাদনে অংশ গ্রহণ করেননি। সার্বভৌম শক্তি হল চুক্তির ঊর্ধ্বে, চুক্তির পরিণতি হিসাবেই সার্বভৌমের আবির্ভাব।

চুক্তিতে যারা অংশগ্রহণ করেন নি সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষেরা সার্বভৌমের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ/সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়ার সুবাদে তারা প্রাকৃতিক অবস্থাতেই রয়েছে এবং ফলত তারা সেই অবস্থাতে অনুগত

যাবতীয় দ্বন্দ্ব সংঘাত ও অন্যায় আচরণের শিকার। সার্বভৌম তাদের অবদমিত রাখলে সেই অবদমনকেও তাদের প্রাকৃতিক অবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে ঘোষণা করা যাবে।

[দেখা যাচ্ছে সার্বভৌমত্ব এক চূড়ান্ত ক্ষমতা যার বিরুদ্ধাচরণ করার বা যার ক্রিয়ার কোনরূপ হস্তক্ষেপ করার কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকার জনগণের নেই। মনে রাখতে হবে প্রকৃতি রাজ্যের (State of Nature) দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের আশায় এবং সাধারণভাবে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে যে পুরসমাজ গড়ে তোলা হল তাকে সুসংগঠিত রাখার জন্যই সার্বভৌম সত্তা অসীম ক্ষমতার এবং অবাধ স্বেচ্ছাধীন ক্রিয়ার অধিকারী থাকবে।]

[Leviathan প্রকাশের কিছুকাল আগে ইংরেজ কবি মিলটন মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার জন্য আবেগপূর্ণ আবেদন রেখেছিলেন। স্বদেশের কবির ঐ আবেদনের বিরুদ্ধেই যেন হবস জানালেন, সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসাবে সার্বভৌম যদি মানুষের যাবতীয় চিন্তাভাবনা রচনা, বক্তৃতা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে না রাখে তবে হবসের মতে সংঘাত সংঘর্ষ জনজীবন বিপন্ন করে তুলবে।]

গণতন্ত্র (Democracy) :-

[প্রশ্ন উঠতে পারে, বিরুদ্ধাচরণের অধিকার এর কথা যদিওবা হবসের তত্ত্বচিন্তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়, সেই চিন্তাভাবনার মধ্যে কোথাও গণতান্ত্রিকতার আদর্শের প্রভাব রয়েছে কী? অন্ততপক্ষে তাঁর আগে মিলটনের স্বাধীনতা তত্ত্বে এবং তাঁর পরে লক্ এর সম্মতি তত্ত্বে যেভাবে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ভিত গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে অনুরূপ কোন প্রচেষ্টা হবস এর লেখায় কি লক্ষ্য করা যায়? উত্তরে ভাষ্যকারগণ সকলেই বলবেন গণতন্ত্রের প্রসঙ্গে হবস আগাগোড়া এক নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। এমনকি যাঁরা স্বাধীনতা বলতে নিজের খুশীমত নিজেকে পরিচালনা করার সুযোগের কথা বলেছেন তাঁদের তিনি "গণতন্ত্রী ভদ্রলোক" বলে বিদ্রূপ করেছেন। বহুলোকের মধ্যে তথা সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজনীতি অনুশীলন উপলব্ধির ক্ষমতা খুবই নিম্নমানের বলে হবস মনে করতেন।]

[সরকার এর বিভিন্ন রূপ হিসাবে হবস রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং গণতন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। বৈধতা এবং কার্যকারিতার বিচারে এদের মধ্যে কোন মাত্রাগত তারতম্য নেই এ কথাও তিনি ঘোষণা করেছেন। তথাপি দেখা যায় রাজতন্ত্রের পক্ষেই তিনি ওকালতি করেছেন। সমাজে শান্তি এবং নিরাপত্তা বজায় রাখার কাজে রাজতন্ত্র কায়েমের জন্য তাঁর পক্ষপাতিত্ব অত্যন্ত স্পষ্ট। বহুজনের শাসনের তুলনায় হবস যে একজনের শাসন পছন্দ করেছেন তার প্রমাণ তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থেই পাওয়া যায়।]

গণতন্ত্রী না হলেও হবস যে স্বৈরতন্ত্রের সমর্থক একথা বলা যায় না, কেন না তিনি স্পষ্টই বলেছেন সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ প্রাকৃতিক বিধি মেনেই তার দায়িত্ব পালন করবে। তিনি আবার এও জানিয়েছেন যে প্রাকৃতিক বিধিগুলোকে পৌর বা রাষ্ট্রীয় বিধিতে রূপান্তরিত করেই তাদের কার্যকরী করা হয়, বোঝা যায় হবস সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের প্রকৃতি নির্ধারণের বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করতে না চাইলেও তিনি চরম কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন এমন কথাও বলা যায় না। কেন না, মানুষ যে নিজের সুবিধার জন্য সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় সত্তা তৈরী করেছে একথাও তো হবস এর চুক্তিতত্ত্বের গোড়ার কথা, প্রাকৃতিক অসামাজিক জীবন পরিত্যাগ করে মানুষ স্বেচ্ছায় যে সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে তা কেবল একটি স্বৈরতন্ত্র কায়েমের জন্য এমন সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক নয়।

সমালোচনা:-

সার্বভৌম শক্তি হল অরাজকতা থেকে বাঁচার রাস্তা, এটা হবস স্পষ্ট বুঝিয়েছেন, কিন্তু দুটি বিষয়ে কিছুতেই ভাষ্যকারগণ হবস এর বক্তব্য বুঝতে পারছে না। প্রথমত, মানুষেরা অরাজক, অসামাজিক, প্রাকৃতিক অবস্থায় রয়েছে তারা কি সেই বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবে যার পরিণতিতে একটি বৈধ সার্বভৌম রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে। হবস এর যুক্তি এখানে ভ্রান্ত বলে প্রতিভাত। কেন না সে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে কমনওয়েলথ গঠনের জন্য চুক্তি হল সেই আস্থা/বিশ্বাস কিভাবে ঐ অরাজক প্রাকৃতিক অবস্থায় আসতে পারে? হবস বোঝাবার চেষ্টা করেছেন মানুষের নিরাপত্তা অভাব এমন প্রকট হয়ে উঠবে যে সকলেই ঐ নিরাপত্তার জন্যে 'চুক্তি' নামে যৌক্তিক ক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত করতে চাইবে।